প্রথম আলো

তারিখ JUN 23 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ...

বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

বোর্ড	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩.৫-<৪	জিপিএ ৩-<৩.৫	জিপিএ ২-<৩	জিপিএ ১-<২
ঢাকা	৮,৩৪৮	৩০,৩৯৩	২৬,১৪৮	৩১,৮৮৬	৩৭,৪০২	২,৯৪২
চট্টগ্রাম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাজশাহী	৬,৫৭১	২৩,৭৬০	২১,৯১৯	২৮,৩১৬	৪৪,৭০০	৫,৭০৭
যশোর	২,০১৩	১০,৬০৮	৯,৭৯০	১১,২৪০	১৫,৪৩৩	২,২৫২
কুমিল্লা	২,৬২১	১১,১৪৪	১০,৩২১	১৩,০৫৩	১৮,৫১৮	১,৭৩৩
বরিশাল	৭২১	৪,৩২৬	৪,৯১৭	৭,৩৯৩	১৪,০১৭	২,০৫৬
সিলেট	৩৮৫	২,০১০	২,৪৯৪	৩,৮৮৪	৭,৮[illegible]	৯৪০
মোট	২৪,৩৮৪	৯১,৮১৫	৮২,৯৪৭	১,০৪,৬৯৩	১,৪৬,৮৩৯	১৬,০৫৪

এসএসসির ফলাফলে এবার কিছু নতুনত্ব

শরিফুজ্জামান পিন্টু

এসএসসি পরীক্ষার তুলনামূলক ভালো ফলাফল দুর্ঘটনা কি না—শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মধ্যে এমন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। জোট সরকারের মেয়াদকালে প্রকাশিত সর্বশেষ এই পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার পাঁচ বছরের ব্যবধানে ২৪ দশমিক ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কিছু রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের গড় হার ছিল ৩৫ দশমিক ২২ শতাংশ, এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ৫৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিশেষ কিছু নতুনত্ব লক্ষ করা গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে সর্বোচ্চসংখ্যক ৭৫ দশমিক ৮১ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করার ঘটনা। এ ছাড়া শূন্য শতাংশ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে আসা, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শতকের ঘরে নেমে আসা, গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর সর্বোচ্চসংখ্যক জিপিএ-৫ পাওয়া এবং কম সময়ে ফল প্রকাশ করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক মনে করেন, ভালো ফলাফল কোনো দুর্ঘটনা নয়, সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষায় নকল প্রতিরোধসহ ধারাবাহিক যে অগ্রগতি শুরু হয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ এই ফলাফল। মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা এই ফলাফলেও সন্তুষ্ট নই, কারণ প্রায় ৪০ শতাংশ ছেলেমেয়ে ফেল করেছে। এদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা উচিত।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, পাসের হার ভালো হওয়া একটি ইতিবাচক দিক। নকল কমে আসায় শিক্ষার্থীরা অনেকটা বইমুখী হয়েছে।

তিনি বলেন, পরীক্ষকদের মূল্যায়নের ধারা পাল্টেছে। যেমন আগে বাংলা, ইংরেজি বা সমাজবিজ্ঞানে ভালো লিখলেও ১০ নম্বরের মধ্যে ৬ নম্বরের বেশি দেওয়া হতো না, এখন আর সে অবস্থা নেই। তা ছাড়া নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ধরনও শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পারছে।

দাখিল পরীক্ষায় পাস ৭৬ শতাংশ! : গতকাল প্রকাশিত ৯টি **এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩**

এসএসসির ফলাফলে এবার কিছু নতুনত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডের ফলাফলের মধ্যে দাখিল পরীক্ষায় সর্বাধিকসংখ্যক ৭৫ দশমিক ৮১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলের সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষার ফল সমন্বয় করে ৯ বোর্ডে পাসের গড় হার ৬২ দশমিক ২২ শতাংশ দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দাখিল এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল বাদ দিলে সাত বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৫৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ, গতবার এই হার ছিল ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

বহিষ্কারের সংখ্যা শতকের ঘরে: এসএসসি পরীক্ষায় সাতটি শিক্ষা বোর্ডে এ বছর মোট বহিষ্কার হয়েছে ৫৫৮ জন ছাত্রছাত্রী। গত বছর বহিষ্কৃতের সংখ্যা ছিল ৬০১। ২০০২ সালে সাত বোর্ডে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ২৭ হাজার ৩৬৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক বলেছেন, ভবিষ্যতে যে দলই সরকার গঠন করুক, টিকে থাকতে হলে নকলমুক্ত পরিবেশ ধরে রাখতেই হবে।

ব্যর্থ বিদ্যালয় ৪৬৫টি : কম্পিউটার কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, এ বছর দেশের ১৪ হাজার ৭৬২টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। কেউ পাস করেনি এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮১টি। তবে ২০ শতাংশের কম পরীক্ষার্থী পাস করেছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৬৫। ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পাস করা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৯৫ এবং ৫০ থেকে শতভাগ পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮ হাজার ৮০২।

কেউ পাস করেনি এমন মাদ্রাসার সংখ্যা ৯৪। অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ৪২টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করতে পারেনি।

জিপিএ-৫ বেড়ে ৭৬ থেকে ২৪ হাজার ৩০৮ : ২০০১ সালে জিপিএ-৫ পেয়েছিল সাত বোর্ডে মোট ৭৬ জন। ২০০৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৭৯। গত বছর দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৬৪৯, আর এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ২৪ হাজার ৩৮৪ জন। পাঁচ বছরের ব্যবধানে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ২৪ হাজার ৩০৮ জন।

কম সময়ে ফল প্রকাশ : এবার ফল প্রকাশে সময় লেগেছে ৭৬ দিন। গত বছর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৯৩ দিন পর ফল প্রকাশ হয়েছিল, তার আগে ১০০ দিন পার হয়ে যেত। পাবলিক পরীক্ষা আইন অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু ফল সমন্বয়ে (টেব্যুলেশন) কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করার পরও ৯০ দিন বা তারও বেশি সময় লাগার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা বোর্ডগুলো এ বছর কম সময়ে ফল প্রকাশ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

কেমন করল ছাত্রীরা: এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪৭ হলেও মেয়েদের পাসের হার ৫৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ। শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্র ৯ বোর্ডের যে গড় হিসাব বের করেছে তাতে দেখা যায়, ছাত্রদের পাসের হার ৬৪ শতাংশের কিছু বেশি এবং ছাত্রীদের পাসের গড় হার ৫৯ শতাংশের কিছু বেশি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ছাত্রীদের ভালো ফল করা ছাড়াও সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষায় লিঙ্গ-সমতা প্রায় কাছাকাছি চলে আসা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।